মুখ-খোলা।

সবাইকে সালাম।

শতাব্দী ধরে মুখটা বন্ধই ছিল। তাই জাতির ঘাড়ে সুপারগ্লু লাগিয়ে চেপে বসতে পেরেছে এক কালনাগ, জা-মা-য়া-তে ই-স-লা-মী তার নাম। আসলে ইসলামের নামে প্রকান্ড এক পিছলামী ছাড়া সে আর কিচ্ছুটি নয়। তাই এবার আর মুখবন্ধ নয়, এবার মুখখোলা। দলটা নাকি ধর্ম-ভিত্তিক। বটে! এবং নাকি রাজনৈতিকও। অবশ্যই ! কারণ ইসলাম ধর্মটাই নাকি রাজনৈতিক। বটে! নবী করিমও নাকি তাই করেছিলেন, তিনি নাকি বৃত্তাকার আয়তক্ষেত্র বানিয়েছিলেন। বটে! এবং তিনি নাকি সেটা করেছিলেন মুসলিম উম্মা নয়, মুসলিম "পার্টি" বানিয়ে। রাজনৈতিক ইসলামের রাজা-গজারা চিরকাল নাকি কঠিন ভাবে নবীর সুন্নত পালন করছেন। বটে! দলের পোষাকী নাম দেয়া হয়েছে জামায়াতে ইসলামী। কিন্তু আমি শুধু জামাত শব্দটাই ব্যবহার করব। ওটা বলতেও সুবিধে, লিখতেও সুবিধে। সারা দেশের লোকও ঘৃনাভরে ও নামটা-ই বলে থাকেন। তা ছাড়া বাধ্য না হলে এইসব নামের সাথে ইসলামের নাম লাগানোটাও ঠিক নয়।

জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, কোরাণ, হাদিস, ইসলামের ইতিহাস, নবী (দঃ) এর জীবনী এবং অনেক মওলানা এবং ইসলামী দার্শনিক-চিন্তাবিদের বিশ্লেষন সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে জামাত শুধু মুসলমানদের জন্যই নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্যও প্রচন্ড এক অভিশাপ। বরং মুসলমানদের জন্য বর্তমানে জামাতের চেয়ে বড় কুফা আর নেই। এই কুফার কারণে বার বার মুসলমানের কপালে পড়েছে হিংস্রতার কলংক-তিলক, গত বেয়াল্লিশ বছর ধরে জামাত শুধুমাত্র টাকার জোরে, চাপাবাজীর জোরে, ধাপ্পাবাজীর জোরা, হুংকারের জোরে, হিংস্রতার জোরে, মিথ্যে কথা- টিরিক্সবাজীর জোরে এবং সাংগঠনিক শক্তির জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বে অতি দুর্নীতিবাজ ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলোর ক্রমাগত ব্যর্থতা এবং অতি সম্প্রতি অ্যামেরিকা-বৃটেনের উন্মাদ কান্ডকারখানার ফলে, আফগানিস্থান-ইরাকে সামরিক হামলার ফলেও রাজনৈতিক ইসলাম প্রচন্ড সুবিধে পেয়ে গেছে। "ইসলাম গেল গেল, এখন ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া পশ্চিমী দুনিয়া সহ অ্যামেরিকা-বৃটেনকে ঠেকানোর আর কোন উপায় নেই", কথাটা রাজনৈতিক ইসলাম বিশ্বময় বলে বেড়াচ্ছে। কিছু মুসলমান সেটা বিশ্বাসও করছেন, জামাতকে সমর্থন করে তার শক্তি বাড়াচ্ছেন। আত্মহত্যা আর বলে কাকে।

কিছুদিন আগে আমি বিভিন্ন মাধ্যমে এবং জামাতের নিজের ইন্টারনেটে জামাতের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম এ ব্যাপারে আলোচনায় বসতে। কারণ তাতে দু'পক্ষেরই কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি বা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তার নিরসনের সম্ভাবনা থাকবে। জামাত সে প্রস্তাবে সাড়া দেবেনা তা জানা-ই ছিল এবং প্রস্তাবে সেটা উল্লেখও করেছিলাম আমি। তবু, আশারও তো দুরাশা থাকে। তা ছাড়া এ প্রস্তাব না দিয়ে একতরফা ভাবে হুট করে এ পদক্ষেপ নেয়াটাও অনৈতিক হত। এখন অনেক দিন পার হয়ে গেছে এবং কবুল কথাটা শোনা যায় নি। কনে বৌ-এর "কবুল" উচ্চারণটা না শোনা গেলে "মৌনম্ সম্মতি লক্ষ্মনম্" ধরা হয়। কিন্তু জামাত তো আর ঘোমটা টানা পুষ্পকোমল সলজ্জ কনে-বৌ নয় তাই ওদের নীরবতাকে আমি "মৌনম্ অসম্মতি লক্ষ্মনম্" হিসেবে ধরে নিচ্ছি। আমি এখন কোন রকম এল-এফ-ও, অর্থাৎ লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক-এর বাইরে ইচ্ছে মত উপস্থাপনা-অভিব্যক্তিতে তত্ব, তথ্য এবং বিশ্লেষণগুলো তুলে ধরব।

আমার ইসলামী নিবন্ধগুলোর এক সৎ, তুখোড় এবং তিক্ত সমালোচক সতর্কবাণী দিয়ে বলেছেন যে জামাতের সাথে "বাহাস"-এ অতি-সতর্ক থাকতে হবে কারণ যুক্তির চেয়ে বাহানা-ই হল জামাতের স্বভাব, তার কাজই হচ্ছে মিথ্যে কথা আর ঠকবাজীতে মানুষের মন ভুলিয়ে নিজের অপদর্শন কামিয়াব করা। কথাটা সবাই জানে, আবার মনে করিয়ে দেবার জন্য তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তো জামাতকে বিতর্ক করে আমার স্বমতে আনতে যাচ্ছি না। সেটা আমার বাপ-দাদা চোদ্দগুষ্টিও পারবে না, ধর্মের কাহিনী চোরা কোনদিন শোনেও নি শুনবেও না। আমার উদ্দেশ্য হল, যে কোন উপায়ে দেশবাসীর

কানে তথ্যগুলো পৌঁছে দেয়া, দেশবাসীর চোখে আঙুল দিয়ে জামাতের মুখোসটা খুলে তার রাক্ষসের চেহারাটা তুলে ধরা। তারপর জনগণ নিজেদের মতামত নিজেরাই ঠিক করতে পারবেন, নিজেদের বাচ্চাদের ওপর ভবিষ্যতের ওপর এই হামলা ঠেকাতে পারবেন।

জামাতের পারিষদ দলের কয়েকটা শতাব্দীপ্রাচীন মার্কামারা প্রিয় শব্দ আছে, তাঁরা হৈ হৈ করে সেগুলো হয়ত প্রয়োগ করবেন এই ওয়েবসাইটের ওপর। শব্দগুলো হল ''মিথ্যাবাদী'', ''ইহুদী-খ্রীষ্টানের গোপন ষড়যন্ত্র'', ''ইহুদী-খ্রীষ্টানের চর'', ''ভারতের চর'', ''পশ্চিমা ভাবধারায় প্রভাবিত বিপথগামী'', ''হিন্দুর ষড়যন্ত্র'', ''দু'চারটে বই পড়ে পন্ডিত সেজেছে'', ''আউট অফ কনটেক্সট'', ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। তা তাঁরা করুন, ইচ্ছেমত ঘি ঢেলে তাঁদের স্বপ্নের পোলাও রান্না করুন, আমার ঘোড়ার ডিম যায় আসে। আমি মুক্ত বিহঙ্গ, ইচ্ছে হলে কারো সাথে আলাপ করব তর্ক করব, ইচ্ছে না হলে করব না। তবে হ্যাঁ, জামাতের কোন দলীয় প্রতিনিধি খায়েশ প্রকাশ করলে আমি লক্ষ্মী ছেলের মত ভদ্র ভাবে কথা বলব। পাঠকরা দু'পক্ষের কথা শুনে নিজেরাই বুঝে ফেলতে পারবেন সব। তবে সে সম্ভাবনা নেই। জামাতকে বাধ্য করার ক্ষমতা আমার নেই, আর বাধ্য না হলে সব ধর্মের ''আল্লার খুনীরা'' খুন করা যতটা পছন্দ করেন, আলাপ-আলোচনা ততটা পছন্দ করেন না।

জামাত-বিরোধী তত্ব-তথ্যভিত্তিক এ নিবন্ধগুলোতে আমি কিছু রঙ্গরস, কিছু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য শ্লেষ-উপহাস করব। জামাত মানবতার বিরুদ্ধে যে পর্বতপ্রমান অপরাধ করেছে তাতে সে অধিকার সবারই আছে। তা ছাড়া কিছু রঙ্গ না হলে আবার বাঙ্গালীর ঠিক জমেও না। যাকে পছন্দ করিনা তাকে নিয়ে তামাশা করাটা বাঙ্গালীর ঐতিহ্য, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এবং কবির লড়াইগুলোতে এ রঙ্গ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সে দাবানলের মধ্যেও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সেই অতি বিখ্যাত ''চরমপত্র'', আখতারুজ্জামান মুকুলের কট্টর ঢাকাইয়া ভাষায় সেই ''খাইছে রে, খাইছে, অ্যাক্কেরে পোস্তা কইরা খাইছে!'', সেটা ছাড়া আমাদের পেটের ভাত হজম হয়নি। হাসি-ঠাট্টায় শ্লেষ-ব্যঙ্গে সেটা যে কি এক অনুপ্রেরণা ছিল সারা জাতির জন্য, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য, তা কথায় বলে বোঝানো অসম্ভব। এমনিতেও আমাদের দেশে ''ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই'' রয়েছেন প্রচুর। জামাত তার মধ্যে একটা। সে কিলের কিছু পাটকেলের সময় এসেছে এবার। আগাগোড়া ইসলামী তত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে জামাতের অনৈসলামিক চেহারাটা উন্মুক্ত করে তাকে আমি হাসি-ঠাট্টার বস্তুতে পরিণত করে তামাশা বানিয়ে ছাড়বই ইনশা আল্লাহ। তার প্রথম কিস্তি হিসেবে ইন্টারনেটে এই বাংলা ওয়েব-পেজটা বানানো হল।

ধন্যবাদ।